এসএসএস বুলেটিন

একটি ত্রৈমাসিক

বর্ষ • ১৯ সংখ্যা • ১ জুলাই-সেপ্টেম্বর • ২০২৩

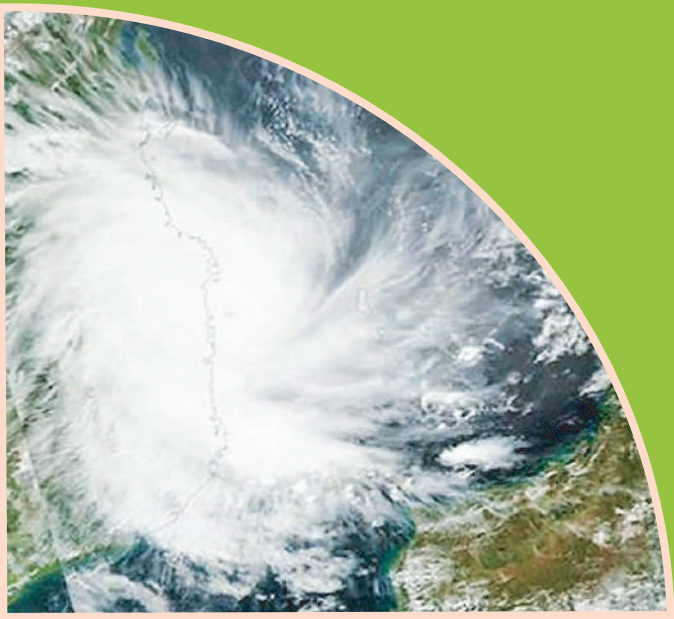

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান...

অনুষ্ঠানে একজন ছাত্র বৃত্তির নগদ টাকা গ্রহণ করছেন

এসএসএস স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২৩ যথাযথ আনুষ্ঠানিকতার সাথে উদ্‌যাপন করে। সংস্থা এ-উপলক্ষে শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমের অধীনে ৬৭ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে। ১৩ আগস্ট ২০২৩ বিকাল তিনটায় সংস্থার ফাউন্ডেশন অফিস (টাঙ্গাইল) মিলনায়তনে এবিষয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসএসএস-এর কার্যনির্বাহী পর্ষদের সভাপতি জনাব মুর্শেদ আলম সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কার্যনির্বাহী পর্ষদের সহ-সভাপতি জনাব মো. আব্দুর রউফ খান, কার্যনির্বাহী পর্ষদের সদস্য জনাব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন প্রধান, জনাব লিয়াকত আলী খান এবং জনাব তানভীর রেজা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল হামিদ ভূইয়া।

অনুষ্ঠানে ৬৭ জন শিক্ষার্থীর মাঝে মোট ৩,৭৯,০০০ টাকা শিক্ষাবৃত্তি হিসেবে বিতরণ করা হয়। এরমধ্যে ২৩ জনকে বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি হিসেবে ৩,০৪,৫০০ টাকা প্রদান করা হয়।

সম্পাদক
আব্দুল হামিদ ভূইয়া

প্রকাশনায়
এসএসএস
এসএসএস ভবন, ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল
ফোন: ০২৯৯৭৭-৫২৬৩০, ৫২৬৩১
ই-মেইল: ssstgl@btcl.net.bd
Website: www.sss-bangladesh.org

কপিরাইট © এসএসএস
বর্ণমালা প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

স ম্পা দ কী য়

দুর্যোগ মোকাবেলায়--পূর্বপ্রস্তুতি ও সহনশীলতার পথ অবলম্বন

প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক বয়ে আনে দুঃখ-দুর্দশা। পরিবার ও সমাজকে অভাব-অনাটনের প্রান্ত সীমানায় ধাবিত করে। আক্রান্ত পরিবার বারংবার ঘুরপাক খায় দরিদ্রতার যাতাকলে।

দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় মানুষের কোন হাত নেই। তবে, মানুষ ও সমাজের অবিবেচনামূলক কর্মকাণ্ড এর জন্য দায়ী। আমাদের প্রাকৃতিক জগৎ একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ যন্ত্রের মতো। এই শৃঙ্খলার কোন হেরফের হলে--দেখা দেয় বিপর্যয়। মাত্রাতিরিক্ত বিপর্যয়ের ফল হলো--দুর্যোগ। বাস্তবিকপক্ষে, প্রকৃতির গতিপ্রকৃতি প্রকাশিত হয় আবহাওয়া ও জলবায়ুর মাধ্যমে। এক্ষেত্রদ্বয়ের পরিবর্তন প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস জানায়। জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ঘাতপ্রতিঘাত জনজীবনে নিয়ে আসে মহাবিপর্যয়। ভেঙ্গে দেয় আর্থিকভিত। ডুকরে কাঁদে মানবতা। থমকে দাঁড়ায় উন্নতি। পিছিয়ে পড়ে অগ্রগতি।

দৃঢ় মনোবল, সচেতনতা ও পূর্বপ্রস্তুতি ক্ষয়ক্ষতির হার অনেকটা হ্রাস করতে পারে। পারিপার্শ্বিকতা সহ্য করার মনোভাব তৈরি হয়। এছাড়াও পরিবেশ সংরক্ষণমূলক কর্মকাণ্ড সঙ্কট নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এজাতীয় বিপদ-আপদ হতে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। নেই কোন বিকল্প সমাধান। তবে দৃঢ় মনোবল, সচেতনতা ও পূর্বপ্রস্তুতি ক্ষয়ক্ষতির হার অনেকটা হ্রাস করতে পারে। পারিপার্শ্বিকতা সহ্য করার মনোভাব তৈরি হয়। এছাড়াও পরিবেশ সংরক্ষণমূলক কর্মকাণ্ড সঙ্কট নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ সুস্বাস্থ্যও দুর্যোগ মোকাবেলায় অনেকাংশে সহায়ক হয়। এজন্য দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি ও তা সহনশীল করতে আমাদের বিভিন্ন উপায়সমূহ অবলম্বন করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিতে হবে ব্যাপক উদ্যোগ। এগিয়ে আসতে হবে সংশ্লিষ্ট সকলকে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বহুমাত্রিক সমস্যার একক উৎস--দারিদ্র্য। যা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সীমাহীন এক বাধা। অনাকাঙ্ক্ষিত এ-পরিস্থিতি নানান কারণে তৈরি হয়। এরমধ্যে অন্যতম অনুষঙ্গ হলো: প্রাকৃতিক দুর্যোগ। চরম তাপমাত্রা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, বন্যা ও খরা, অধিকতর তীব্র গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঋতু পরিবর্তন, নদীভাঙ্গন, সাগরে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি আমাদের দেশের নিত্যসঙ্গী। এসবের ধ্বংসাত্মক প্রভাব দিনদিন প্রকট আকার ধারণ করছে। দুর্গত পরিবার মুখোমুখি হয় আর্থিক সঙ্কট ও বিপর্যয়ের। শিকার হয় খাদ্যসঙ্কট, অপুষ্টি, রোগব্যাধি, অশিক্ষা-কুসংস্কার, পরনির্ভরতা, আবাসন সঙ্কটসহ অন্যান্য প্রতিকূল পরিস্থিতির। যার কারণে ভাবা হয়: প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দরিদ্রতা একই সূত্রে গাঁথা।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দারিদ্র্য

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয়--ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে। মূলত: উন্নত দেশসমূহের নির্গত গ্রিন-হাউস গ্যাস এর জন্য বেশি দায়ী। এই অবিবেচনাপূর্ণ কর্মকাণ্ড বৈশ্বিক জলবায়ুতে আনছে পরিবর্তন। ফলে, উন্নয়নশীল দেশসমূহে তৈরি হচ্ছে: অপ্রত্যাশিত সব বৈরী অবস্থা। বাংলাদেশ এর বড় ভুক্তভোগী। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকার (১০০ কোটি ডলার) সম্পদ নষ্ট হয়। ভয়াবহ বন্যার সময় আমাদের জিডিপি ৯ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে [তথ্যসূত্র: কান্ট্রি ক্লাইমেট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ফর বাংলাদেশ, বিশ্বব্যাংক, ৩১ অক্টোবর ২০২২]। ২০০০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ১৮৫টি মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে। এরফলে এদেশের প্রায় ৪১ হাজার কোটি টাকার (৩৭২ কোটি ডলার) আর্থিক ক্ষতি হয়। একইসঙ্গে, বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম [তথ্যসূত্র: জার্মানওয়াচ, ২০২১]।

দুর্যোগক্লিষ্ট পরিবারসমূহের একটা বড় অংশ হলো গরিব ও সাধারণ জনগোষ্ঠী। এতে করে প্রতিবছর গরিব পরিবার আরও গরিব হচ্ছে। গরিব ও সহায়সম্বলহীন পরিবারের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলছে। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে পা দেওয়ার পর আর সেখান থেকে মুক্তি মিলছে না তাদের। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে দরিদ্রতার ধনাত্মক আত্মীয়তা রয়েছে।

বৈশ্বিক উন্নত অর্থনীতির অগ্রগতি, জলবায়ুর পরিবর্তন ও বাংলাদেশের ঝুঁকি

উন্নত দেশসমূহ শিল্পসমৃদ্ধ অর্থনীতির অধিকারী। শিল্পায়নের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বর্ধিত হচ্ছে। তথাপি, উন্নত দেশসমূহ শিল্প উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। ফলে, বৈশ্বিক দুর্যোগ-দুর্ভিক্ষ চরম আকার ধারণ করছে। বিশেষত: নিম্ন উন্নয়নশীল ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ বৈশ্বিক বিপর্যয়ের বড় ভুক্তভোগী। এবিষয়ে ভীষণ ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ। অথচ, সমগ্রবিশ্বে যে-পরিমাণ কার্বন নিঃসারিত হয়, তার মাত্র ০.৫৬ শতাংশের জন্য দায়ী বাংলাদেশ [তথ্যসূত্র: জার্মানওয়াচ, গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স (সিআরআই)-২০২১]।

জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব স্বরূপ--আগামী ৩০ বছরে বাংলাদেশের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। সমুদ্রের নোনা পানি কৃষি জমিতে প্রবেশ করবে। কৃষিজমি ও ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্তের হার বৃদ্ধি পাবে। ১ কোটি ৩৩ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে। একইসঙ্গে, বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তনে ৮০ শতাংশ নদ-নদী ভাঙ্গবে। বন্যায় তলিয়ে যাবে এদেশের প্রায় ২০ শতাংশ ভূমি। প্রায় ৩ কোটি জনগোষ্ঠী বাড়িঘর হারিয়ে অসহায় অবস্থায় পড়বে [তথ্যসূত্র: আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, ২০২২]।

জলবায়ুগত বিপর্যয়ের কারণে, বৈশ্বিক উত্তপ্ততা সহসায় ক্রমবর্ধিত হচ্ছে। বিগত ২০-২৫ বছরে রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এভাবে চলতে থাকলে--ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর শহরে রাত ও দিনের তাপমাত্রার ব্যবধান অনেকটা কমে আসবে। ফলে, সবসময় গরম অনুভূত হবে। শহরসমূহ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির প্রভাব বৃদ্ধি পাবে [তথ্যসূত্র: বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডব্লিউএমও)]।

সবমিলে, বাংলাদেশে দুর্ভাগ্যজনকভাবে খাদ্য-সঙ্কট দেখা দিবে। দরিদ্র ও অভাবী মানুষের সংখ্যা বর্ধিত হবে। গ্রাম ও শহরে বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। সিংহভাগ জনগোষ্ঠী মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হবে। বেশি সঙ্কটে থাকবে নারী ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী।

দুর্যোগপীড়িত জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সম্পৃক্ততা

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে চলতে থাকে উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ। এসময় এগিয়ে আসে দেশিবিদেশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ (এনজিও)। এই সংস্থাসমূহ ত্রাণ ও পুনর্বাসন নিয়ে কাজ করে। বিশেষ করে--প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এনজিও-সমূহ অর্থ সংগ্রহ করে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহে চালায় ত্রাণ তৎপরতা। তারা খাদ্য-বস্ত্র ও প্রয়োজনীয় ওষুধ-পত্র দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়। একপর্যায়ে এ-সংস্থাসমূহ দেশি-বিদেশি দাতাদের সুনজরে আসে।

আশি-দশকের মাঝামাঝি উন্নয়নের একটি নতুন ভাবনা অভ্যুদয় হয়। এনজিও ও দাতা সংস্থাসমূহ সাধারণ ও খেঁটে খাওয়া জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে চায়। দারিদ্র্য হ্রাস ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে এজাতীয় প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। এরজন্য দরকার মূলধনের। কিন্তু, সাধারণ ও গরিব মানুষদেরকে অর্থ বা মূলধন সরবরাহ করবে কে, জামানতবিহীন ঋণ দিলে আদায় করা সম্ভব হবে কিনা--ইত্যাদি নিয়ে সংশয় চলতে থাকে। এদেশের অর্থনীতিবিদ, সমাজসেবক ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ এবিষয়ে অনেক ভাবনা ও পর্যালোচনা চালায়। তাঁরা সমাজের নিঃস্ব ও পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর জন্য জামানতবিহীন ঋণের ধারণা তৈরি করেন। শুরু হয় ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি (ঋণ, সঞ্চয়, প্রশিক্ষণ, কারিগরি ও নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম)। নব্বই দশকের শুরুতেই বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও দাতা সংস্থাসমূহের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে। সংস্থাসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো--ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সাধারণ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা। কর্মসৃজন ও দারিদ্র্য হ্রাস করা। তাদেরকে আর্থসামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, জীবনযাপন, সম্পদ-সক্ষমতার উপযুক্ত ব্যবহার, পরিবেশ পরিস্থিতি, কুসংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে অবগত রাখা। এরপর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির গ্রহণযোগ্যতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৃদ্ধি পায়। কিছুদিনের মধ্যে দেখা যায়, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি দারিদ্র্য হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশেবিদেশে এ-কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা চলে। বাংলাদেশে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান (এনজিও, সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও উপবিভাগ, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক) ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে কাজ শুরু করে। বিদেশে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি দারিদ্র্য হ্রাস ও উন্নয়নের অন্যতম মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। অনেক দেশ বাংলাদেশকে অনুকরণ করে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করে।

দুর্যোগ মোকাবেলা ও দারিদ্র্য দূরীকরণে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদে দুর্যোগ, দারিদ্র্য ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)-এর নিবন্ধিত ৭৩১টি ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থা কাজ করছে। এই সংস্থাসমূহ সমগ্র দেশে ২৫,৩৩৬টি শাখার মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। আর্থিক পরিষেবা পাচ্ছে ৪.০৯ কোটি পরিবার। নিয়োজিত রয়েছে ২.০৭ লক্ষ শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত কর্মী। বছরে ঋণ বিতরণ করছে প্রায় ২.৫০ লক্ষ কোটি টাকা। আমাদের প্রায় ৮০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর মূলধন ও প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে হচ্ছে। সার্বিক বিবেচনায় ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি আমাদের অর্থনীতির একটি বৃহত্তর খাত [তথ্যসূত্র: এমআরএ, জুন ২০২৩]।

এছাড়াও সমাজসেবা ও সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধন নিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে কাজ করছে। নিবন্ধন ও নিবন্ধন ব্যতীত প্রায় আড়াই-তিন হাজার ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। তবে ক্ষুদ্রঋণ বাজারের প্রায় ৮০-৮৫ শতাংশ দখলে রেখেছে জাতীয়পর্যায়ের বৃহৎ সংস্থাসমূহ। এদেরমধ্যে ব্র্যাক, আশা, টিএমএসএস, ব্যুরো বাংলাদেশ, এসএসএস, সাজেদা ফাউন্ডেশন, শক্তি ফাউন্ডেশন ইত্যাদি অন্যতম।

আমাদের দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা অনেক। ছোট-বড় সকল ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব রয়েছে। এসকল প্রতিষ্ঠান সাধারণ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে জামানতবিহীন ঋণ দিয়ে যাচ্ছে। সাথে দিচ্ছে কারিগরি পরিষেবা ও প্রশিক্ষণ। ঋণ আদায়ের হার ৯৫-৯৯.৭০ শতাংশ। অন্যদিকে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির ৯৭ শতাংশ সদস্য হলো--নারী। বর্তমানে মাঠপর্যায়ে ঋণস্থিতি রয়েছে ১.৫১ লক্ষ কোটি টাকা। এই উন্নয়ন সংস্থাসমূহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা তৈরি করছে। ফলে স্ব-কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। নারী ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন বিকশিত হচ্ছে। এছাড়াও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থাসমূহ সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও শিক্ষা সম্প্রসারণে বড় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

দুর্যোগ ও মহামারিসহ সকল সময়ে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থাসমূহ সাধারণ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর পাশে থাকে। আর্থিক পরিষেবার সঙ্গে তাদেরকে দুর্যোগ ও মহামারি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত করে। তাদেরকে দুর্যোগ মোকাবেলায় বিভিন্ন কৌশল শিখিয়ে দেয়। দুর্যোগ ও মহামারি বিষয়ে পূর্ব-প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়তা করে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তাসহ আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ডে সক্রিয় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। দুর্যোগ ও মহামারি পরবর্তী সময়ে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ত্রাণ প্রদান করে। তাদেরকে পুনর্বাসনের সহায়তা করে। সুদবিহীন অথবা নামমাত্র সুদে বিশেষ ঋণ প্রদান করে। বলতে গেলে আমাদের দেশে দুর্যোগ ও মহামারির সময়ে সরকারের পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থাসমূহ ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে পরিচালনা করে। উল্লেখ্য, দক্ষিণাঞ্চলের বেশ কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ (সিডর ও আইলা) উত্তর ভুক্তভোগী পরিবারসমূহ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে আর্থিকভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। অন্যদিকে কোভিড-১৯এর সময়ে আমাদের সমগ্র দেশের সাধারণ ও খেঁটে খাওয়া পরিবারসমূহের পাশে ছিল এই সংস্থাসমূহ। এই বৈশ্বিক অতিমারির সময়েও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থাসমূহ অভীষ্ট পরিবারসমূহে আর্থিক পরিষেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছিল। এ-সংস্থাসমূহ সাধারণ জনগোষ্ঠীর মাঝে অনুদান প্রদান করে। মহামারি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে। স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস ও আর্থিক অগ্রগতি স্থিতিশীল রাখতে বিভিন্নভাবে সহায়তা দেয় [তথ্যসূত্র: আইএনএম]।

ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে নানান মহলে অনেক বিরোধ রয়েছে। এবিষয়ে সুশীল সমাজের একটা অংশ সংশয় ও সন্দেহ পোষণ করে। তবে নিরপেক্ষ গবেষণা তা প্রকাশ করে না। গবেষণাসমূহ প্রকাশ করে--ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারী পরিবারগুলো ক্ষুদ্রঋণকে তাদের অন্যতম সহায়তা ও অবলম্বন মনে করে। ক্ষুদ্রঋণ দেশের আর্থসামাজিক ও গণমানুষের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ জনগণ দারিদ্র্যসীমার নিচে জীবনযাপন করত। এরমধ্যে ৪০ শতাংশের উপরে ছিল হতদরিদ্র। বর্তমানে দারিদ্র্যসীমার নিচে এসেছে প্রায় ১৮ শতাংশ জনগোষ্ঠী। আর হতদরিদ্রের হার ১০ শতাংশের নিচে। প্রতিবছর দারিদ্র্যের হার হ্রাস পাচ্ছে ১-২ শতাংশ হারে। এর পিছনে বড় অবদান রয়েছে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির। অন্যদিকে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রঋণের অবদান ১১ শতাংশ [তথ্যসূত্র: আইএনএম]।

জলবায়ুগত পরিবর্তন ও দুর্যোগ-সহনশীলতায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ

আমাদের দলবদ্ধ প্রচেষ্টা দুর্যোগ ও মহামারি মোকাবেলা করতে পারে। এরজন্য দরকার--রাষ্ট্র ও সমাজের সদিচ্ছা, শিক্ষা ও সতর্কতা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (দুর্যোগ-পূর্ব প্রস্তুতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন), প্রয়োজনীয় আর্থসামাজিক অবকাঠামো, সম্পদের সুষমবণ্টন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশবান্ধব কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারিত বাস্তবায়ন প্রভৃতি।

বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে জলবায়ু বিষয়ে দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় কূটনৈতিক বৈঠকের আয়োজন করা। তাদের কার্বন নিঃসরণে জলবায়ুর কী পরিবর্তন হচ্ছে--তার যথার্থ চিত্র তুলে ধরা। তাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আমাদের দেশের কী পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে তা উত্থাপন করা। ক্ষয়ক্ষতির সমপরিমাণ জরিমানা সেইসকল দেশ হতে আমাদের আদায় করতে হবে। উক্ত জরিমানার টাকা যথাযথভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ব্যয় করতে হবে।

সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে গ্রহণ করতে হবে পরিবেশবান্ধব কর্মকাণ্ড। বিশেষ করে--বনায়ন ও বন সংরক্ষণ, পশুপাখি সংরক্ষণসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, সমুদ্র, নদী-নালা, খালবিল নব্য রাখা ও সংরক্ষণ, বিষমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য-পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, ঘর-বাড়ি, গ্রাম-শহর, প্রতিষ্ঠান--সবকিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, পানি ও জ্বালানির অপচয় রোধ করা, পরিবেশ সংরক্ষণে যথার্থ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করা। দেশের শিক্ষা কারিকুলামে পরিবেশ সংরক্ষণের উপর ব্যাপক পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দেশের সকলস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি সকলপর্যায় হতে উদ্যোগ নিতে হবে। দুর্যোগোত্তর ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিতে হবে। আপদকালীন আয় ও জীবনযাপনের উপায়সমূহ সক্রিয় রাখতে হবে। নারী-শিশু-বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও এসএসএস-এর গৃহীত কার্যক্রম

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস) দীর্ঘ তিন-যুগেরও বেশি সময় ধরে উন্নয়নবান্ধব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। এরমধ্যে অন্যতম হলো: পরিবেশ সংরক্ষণমূলক কর্মকাণ্ড। এবিষয়ে সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড নিচে তুলে ধরা হলো:

বনায়ন, বৃক্ষরোপণ ও সবুজ অর্থনীতির সম্প্রসারণ: এসএসএস প্রতিনিয়ত বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও সবুজ অর্থনীতির উন্নয়নে আর্থিক পরিষেবাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত। এরমধ্যে--বিষমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন (কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ), বিষমুক্ত ও নিরাপদ আনারসচাষ, ফলমূলেরচাষ, সমৃদ্ধি কর্মসূচি (ভারসাম্য উন্নয়ন), অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন (নিরাপদ কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ), জৈবসার উৎপাদন, জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ ইত্যাদি।

ইসিসিসিপি-ফ্লাড প্রকল্প: ইসিসিসিপি-ফ্লাড (Extended Community Climate Change Project-Flood--ECCCP-Flood) প্রকল্পটি জলবায়ুগত বিপর্যয় সহনশীল বিষয়ক প্রকল্প। এসএসএস ১০ নভেম্বর ২০২০ জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়ন (বেলগাছা, গোয়ালেরচর, পার্থশী, পলবান্দা ও কুলকান্দি) এবং মেলান্দহ উপজেলার দুইটি ইউনিয়নে (নয়ানগর ও ঘোষেরপাড়া) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু করে। অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতা দেয় পিকেএসএফ। সুবিধাভোগী পরিবার হলো: ৪,০০০টি। প্রকল্পের মেয়াদকাল চার বছর। প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের মধ্যে বসতভিটা উঁচুকরণ, নিরাপদ পানি সরবরাহকারী টিউবওয়েল ও বন্যা প্রতিরোধী ল্যাট্রিন স্থাপন, মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল ও ভেড়া পালন, বন্যা সহিষ্ণু ধানবীজ ও খরা সহিষ্ণু গমবীজ বিতরণ, ছাগল ও ভেড়ার টিকাদান কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রভৃতি অন্যতম।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম:

এসএসএস দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি দীর্ঘদিন ধরে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ-কর্মসূচি দুর্যোগ সতর্কতা তৈরি, পূর্বপ্রস্তুতি ও পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডে নিবেদিত। এবিষয়ে সংস্থার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো: পূর্বপ্রস্তুতি ও সতর্কতা বৃদ্ধি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ কার্যক্রম। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ত্রাণ ও পুনর্বাসন খাতে সংস্থার ব্যয় হয় ৬.২৮ কোটি টাকা।

উপসংহার

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির জন্য এক পরম আশীর্বাদ। দুর্যোগ-দুর্ঘটনা ও অভাব-অনটন মোকাবেলা, উন্নয়ন-সমৃদ্ধি--সর্বক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, বিআইডিএস এবং বিভিন্ন গবেষক যেমন: স্টুয়ার্ড রাদারফোর্ড, ড. এসআর ওসমানী, ড. আতিউর রহমান, ড. সাজ্জাদ জহির, ড. বিনায়ক সেন, সিডিএফ, আইএনএম, ইনাফি, এফএনবি সবার গবেষণায় উঠে আসে--ক্ষুদ্রঋণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে দারিদ্র্য নিরসন ও নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষার বিস্তার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনমান, আবাসন, স্যানিটেশন, সচেতনতা সৃষ্টি, দুর্যোগ মোকাবেলা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

এসএসএস-এর জাতীয় শোক দিবস পালন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ উপলক্ষে এসএসএস-এর র‍্যালি (এসএসএস ফাউন্ডেশন অফিস, টাঙ্গাইল)

এসএসএস স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২৩ যথাযথ আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে পালন করে। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে এসএসএস পুরো আগস্ট মাসব্যাপী (০১-৩১ আগস্ট) বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এসএসএস-এর প্রধান কার্যালয়, ফাউন্ডেশন অফিসের পাশাপাশি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান এবং কার্যালয়ে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়েছে।

এ-উপলক্ষে সংস্থার গৃহীত কার্যক্রমসমূহ হলো: সংস্থার ওয়েবসাইট এবং ফেসবুক পেজে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনমূলক বিভিন্ন ছবি, পোস্টার এবং বিভিন্ন কর্মসূচির নিউজ প্রচার করা হয়। সংস্থার সকল কর্মকর্তা ও কর্মীর কালো ব্যাজ ধারণ, ভবনসমূহে ড্রপ-ডাউন ব্যানার প্রদর্শন এবং ১৫ আগস্ট ২০২৩ দিনের শুরুতে সকল কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। র‍্যালি বের করা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এসএসএস সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোম ও পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য চিত্রাঙ্কণ, রচনা, কবিতা আবৃত্তি ও হাম্‌দ-নাত প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং বিতরণ করা হয়। সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোমের ছেলেমেয়েদেকে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়।

অন্যদিকে, বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ করা হয়। সংস্থার সমৃদ্ধি, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির মাধ্যমে আগস্ট মাসজুড়ে কর্মএলাকায় ৪১টি বিশেষ স্বাস্থ্যক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন (নেম) কর্মসূচির অধীনে টাঙ্গাইলের আটটি শাখায় মা ও শিশুদের জন্য পুষ্টিক্যাম্প এবং গবাদিপশুর ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। সংস্থার শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমের অধীনে ৬৭ জন শিক্ষার্থীর মাঝে মোট ৩,৭৯,০০০ (তিন লক্ষ উনআশি হাজার) টাকা শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ করা হয়।

মাঠ-পর্যায়ে পরিচালিত একটি প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এসএসএস-এর প্রাণিসম্পদ কার্যক্রমের অধীনে সংস্থার ফাউন্ডেশন অফিসে দিনব্যাপী "প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ" আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে এসএসএস-এর প্রাণিসম্পদ কার্যক্রমের ১৪ জন অ্যাসিস্টেন্ট ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর (এভিসিএফ) অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল হামিদ ভূইয়া, পরিচালক (ঋণ) জনাব সন্তোষ চন্দ্র পাল এবং উপ-পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা) জনাব স, ম, ইয়াহিয়া। প্রশিক্ষণ সেশন সার্বিকভাবে পরিচালনা করেন এসএসএস-এর প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জনাব ডা. মো. মাসুদুল আলম।

ফাউন্ডেশন অফিসে একদিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর এভিসিএফগণ ১৪টি শাখায় প্রতিমাসে ৭০ ব্যাচ প্রশিক্ষণ (প্রতি শাখায় ০৫টি করে ব্যাচ) আয়োজনের মাধ্যমে প্রকল্পের উপকারভোগীদের আধুনিক পদ্ধতিতে গাভিপালন বিষয়ে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন।

এসএসএস বুলেটিন

এসএসএস-এর ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

এসএসএস-এর বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২৩এর একাংশ

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস)-এর ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সকাল ১০টায় সংস্থার ফাউন্ডেশন অফিসের সম্মেলন কক্ষে এ-সভার আয়োজন করা হয়।

এসএসএস-এর কার্যনির্বাহী পর্ষদের সভাপতি জনাব মুর্শেদ আলম সরকারের সভাপতিত্বে সভা পরিচালনা করেন নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল হামিদ ভূইয়া।

এসময় এসএসএস-এর কার্যনির্বাহী ও সাধারণ পর্ষদের সম্মানিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিভিন্ন আলোচ্যসূচির মধ্যে--পূর্ববর্তী বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী (২০২২ সালে অনুষ্ঠিত) পাঠ, ২০২২-২৩ অর্থবছরের আর্থিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট উপস্থাপিত হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের পরিমাণ হলো: ১৫,৪৪৯.১৫ কোটি টাকা। উল্লিখিত বিষয়সমূহ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন লাভ করে। এছাড়াও সভায় এসএসএস-এর বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পায়।

শেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সংশ্লিষ্ট সকলকেই এসএসএস-এর পাশে থেকে সংস্থাকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ...

টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসন একদিনে এক লক্ষ বৃক্ষরোপণ উৎসব আয়োজন করে। এ-উৎসবে এসএসএস সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সংস্থা টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসনকে ২,০০০টি বিভিন্ন ধরনের ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা প্রদান করে। ১৫ জুলাই ২০২৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণে এ-কর্মসূচি উদ্বোধন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য (টাঙ্গাইল-০৫) জনাব আলহাজ্ব মো. ছানোয়ার হোসেন, একুশে পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (টাঙ্গাইল)-এর সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ফজলুর রহমান খান ফারুক, টাঙ্গাইলের মাননীয় পুলিশ সুপার জনাব সরকার মোহাম্মদ কায়সার, টাঙ্গাইল পৌরসভার মেয়র জনাব এসএম সিরাজুল হক আলমগীর, টাঙ্গাইল সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মো. শাহজাহান আনছারী এবং টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সভাপতি জনাব অ্যাডভোকেট জাফর আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন টাঙ্গাইলের মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব জসীম উদ্দীন হায়দার।

সকাল ১১ টায় জেলা প্রশাসক কার্যালয় হতে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি টাঙ্গাইল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে টাঙ্গাইল পৌর উদ্যানে এসে সমাপ্ত হয়। এসএসএস-সহ র‍্যালিতে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে।

উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০৫ জুন ২০২৩ "জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ২০২৩" উদ্বোধন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসন এ-কর্মসূচি গ্রহণ করে।

এসএসএস বুলেটিন সংস্থার উন্নয়ন ঘটনা-প্রবাহের মুখপত্র। সংস্থার প্রতি আপনার আগ্রহ ও সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। সংস্থার জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড, দারিদ্র্য দূরীকরণে সৃজনশীলতা ও সার্বিক প্রগতির ধারা চলমান থাকুক--এই আমাদের প্রত্যাশা।